তারিখ 14 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬-৭

দৈনিক বাংলা

শিক্ষক বিহনে যে সমস্যা

খবরটি ছোট, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর সঙ্গে দেশের শিক্ষা–সংস্কৃতি এবং কিছু মানুষের জীবন–জীবিকার প্রশ্ন তথা ভবিষ্যৎ জড়িত। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, জাতির ভবিষ্যৎও এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। খবরটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এবং সেখানকার সরকারী কলেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সংক্রান্ত। কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে এই সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের ২৭টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য' থাকায় শিরোনামে প্রকাশিত পত্রিকান্তরের খবরে বলা হয়েছে, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ-মাধ্যমিক ও ডিগ্রী ক্লাসের আবশ্যিক ও বিভিন্ন নৈর্বাচনিক বিষয়ের প্রায় ২৭টি শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ছাত্র–ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মক বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অধিকাংশ পদ শূন্যতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাফিলিয়েশন প্রত্যাহার হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখাদিয়েছে।'

সমস্যাটি একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলেও, এ সমস্যা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশে শিক্ষা–সংস্কৃতি বিস্তার ও কিছু মানুষের জীবন–জীবিকা আর ভবিষ্যৎ নির্মাণের সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা অস্বীকার করা চলে না। হয়তো এ কারণেই কয়েকটি সংবাদপত্রে সমস্যাটি গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। একটি সরকারী কলেজের ২৭টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূণ্য থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে, এমনকি শিক্ষক-শূন্যতার কারণে দুটি বিভাগের এ্যাফিলিয়েশনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাহার করে নিতে পারে, এ খবর যেন সহজে বিশ্বাস করতে মন চায় না। কেননা, বেসরকারী কলেজে অনেক ক্ষেত্রে বহু শিক্ষকের পদ শূন্য থাকে, এবং সেটা থাকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য কারণ হয়তো আছে। কিন্তু সরকারী কলেজে তো এতকাল ধরে এতগুলো শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কথা নয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজে কি কারণে এ ধরনের সমস্যা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ই যথার্থরূপে বলতে পারবেন।

তবে যে কারণেই একটি কলেজে ২৭টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, এটা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। কেননা, শিক্ষা–বিস্তারের জন্যে অনেক কিছুই দরকার, এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্য বহু কিছুই অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। এই তালিকায় সর্বাগ্রে যা দরকার এবং অত্যাবশ্যক তা হলো ছাত্র ও শিক্ষক। কেননা, ছাত্র ও শিক্ষক তথা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানকারীই যদি না থাকে, তাহলে শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ, বইপত্র, আসবাবপত্র, শিক্ষা-যন্ত্রপাতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ি, দালানকোঠা যাই থাকুন না কেন, শিক্ষা দেবে কে আর তা নেবেই বা কে? বস্তুত, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই শুধু অত্যাবশ্যক নয়, অপরিহার্য পূর্ব–শর্ত। প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী যদি থাকেও, তা হলেও আবশ্যকীয় শিক্ষক না থাকলে শিক্ষাদানের কাজ বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

এটা তো জানা কথা যে, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হোক, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকার ব্যাপারটাকে সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও এদিকটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী আর শিক্ষক না থাকলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তো বটেই, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও স্বীকৃতি এবং মঞ্জুরী দেয়া হয় না। স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী লাভের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা এবং সুব্যবস্থা আর অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা–উপকরণও থাকতে হয়। বিভিন্ন বিভাগ–বিশেষত নতুন নতুন বিভাগ খোলার অনুমতিদানের ক্ষেত্রেও এসব বিশেষভাবে তলিয়ে দেখা হয়। শিক্ষার্থীর বেতনের উপর প্রধানত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আয় এবং শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ব্যাপারটা বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী তথা ছাত্র–ছাত্রী থাকা শুধু অপরিহার্যই নয়, পূর্বশর্তও বটে। কিন্তু সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন নয়, কেননা সরকারই প্রায় সবকিছু বহন করেন।

কিন্তু তবুও, শিক্ষকের বেতনভাতা ইত্যাদি সরকার বহন করা সত্ত্বেও অনেক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকের পদ শূন্য থাকে, এবং অনেকক্ষেত্রে তা আবার দীর্ঘদিন ধরেও। প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায়ে এমনকি আরও উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান বিঘ্নিত হবার ঘটনা প্রায়শই ঘটে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যার কথা সংবাদপত্রেও মাঝে মাঝেই প্রকাশিতও হয়। শিক্ষকের অভাবে সরকারী প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে শিক্ষাদান বিঘ্নিত হওয়ার খবরও কম প্রকাশিত হয় না আর বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায়, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান বিঘ্নিত হওয়ার খবর তো হরহামেশাই প্রকাশিত হয়। বিশেষত মফস্বল এলাকার, গ্রাম–গঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার খবরের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যান্য সমস্যার খবরও অবশ্যই থাকে।

সরকারী, বেসরকারী সব ধরনের এবং সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই নানা সমস্যা আছে। আমাদের মতো জনবহুল, উন্নয়নশীল ও দারিদ্যপীড়িত দেশে শিক্ষা-ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যা থাকা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র কিছু নয়। সরকারী ও বেসরকারী খাতে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এবং শিক্ষা বিস্তারের অপরিহার্য প্রয়োজন ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তা খুবই অপ্রতুল। দেশের সব মানুষকে উচ্চশিক্ষা বা সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষা দেয়া বাস্তবে কতটা সম্ভব কিংবা কতটা প্রয়োজনীয় সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা চলে যে, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, এবং এ কারণেই সবাইকে নিদেন-পক্ষে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলা নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব। কেননা, সাক্ষরতা ও শিক্ষা মানুষের মেধা, প্রতিভা ও কর্মশক্তির বিকাশ ঘটায়, তাকে জীবন সংগ্রামের যোগ্য সৈনিক করে তোলে, দেশের জনসংখাকে জনশক্তি ও সম্পদে পরিণত করে দেশের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার সক্ষম করে তোলে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সাক্ষরতা ও শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং জাতির উন্নয়ন আর অগ্রগতির স্বার্থেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যাপক সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিস্তারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৯২–৯৩ সালের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বস্তুত, সাক্ষরতা অভিযান সফল করে তোলা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষাকে কার্যকর করাই এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বস্তুত, শিক্ষা বিস্তারের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং জনসংখ্যা ও চাহিদার তুলনায় বিভিন্ন স্তরের ও পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার বাস্তবতার নিরিখেই সরকার নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন, স্কুল–কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণও করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বেসরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী সহযোগিতা ও অনুদানে পাশাপাশি গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল–কলেজ–মাদ্রাসা ইত্যাদি। এসব যে শিক্ষা–বিস্তারের উদ্দেশ্যে আর লক্ষ্যেই গড়ে উঠছে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তবে নতুন হোক আর পুরনো হোক, সরকারী হোক কিংবা বেসরকারীই হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা বিস্তারে এবং দেশের ভবিষ্যৎ–শিক্ষিত জনশক্তি তথা জনসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে সেটাই বড় কথা, হয়তো বা সবচেয়ে আসল কথা। কেননা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতই জন্ম লাভ করুক কিংবা নবায়নের মাধ্যমে নতুনরূপে গড়ে উঠুক, শিক্ষা বিস্তারেই যদি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে না পারে, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে কিংবা অন্যান্য সমস্যার কারণে শিক্ষা-দানই যদি বিঘ্নিত হয় কিংবা একেবারেই বন্ধ থাকে, তাহলে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য অনর্জিত থাকাটাই স্বাভাবিক। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল–কলেজ–মাদ্রাসা ইত্যাদিতে যে ভর্তি হওয়া এবং পড়াশোনা করার জন্য অধিকাংশ শিক্ষার্থী আগ্রহী সেখানে যে ভর্তিচ্ছুদের প্রতিযোগিতা বেশি, এর অন্যতম প্রধান কারণ তো এই যে, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, এবং শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার সম্ভাবনাও সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। এছাড়া অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যাপার তো আছেই।

কিন্তু বাস্তবে যদি এমন ঘটে যে, শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকার কারণে, এবং বহু পদে শিক্ষক নিয়োজিত না হওয়ার দরুন, শুধু শিক্ষাদান বন্ধই নয়, বিভাগই বন্ধ হযে যাবার উপক্রম হয়, তাহলে বাস্তবে সরকারী আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই থাকে না, উভয়ের অবস্থা আর নিয়তিও যেন একরূপ এবং অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ২৭টি পদ শূন্য থাকার দরুন যে সমস্যা–সংকটের সৃষ্টি হয়েছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, তাতে এই সমস্যা–সংকটকে নিছক একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সমস্যা বলে ধরে নেয়া সমীচীন হবে কিনা, আমরা জানি না। তবে এটুকু বলা যায় যে, জরীপ নিলে হয়তো দেখা যাবে যে, দেশের বহু স্কুল–কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও শিক্ষক–সংকটে তথা প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার সমস্যায় পীড়িত, সংকটে নিমজ্জিত। পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা তো আছেই। শিক্ষার পরিবেশের অভাব, শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, এমনকি উপযুক্ত ভবনের অভাব ইত্যাদি তো আছেই। সর্বোপরি আছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী প্রবণতার প্রভাব। অনেকক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত সন্ত্রাসী কাণ্ড–কারখানা।

দেশের সরকারী–বেসরকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজিত সব সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত এবং একসঙ্গে করা হয়তো বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। কেননা, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য বহু বিষয়ই জড়িত। কিন্তু যে সমস্যার সমাধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ চালু রাখা এবং সার্বিকভাবে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখার জন্য অপরিহার্য, তা অবশ্যই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকই যদি না থাকে, তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাই দেবে কে, আর শিক্ষার বিস্তারই বা ঘটবে কিভাবে, এই বাস্তবতার কথা মনে রেখেই, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকের অভাবে যাতে শিক্ষাদান ব্যাহত না হন, সে ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়। আর সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে তো তা জরুরী ভিত্তিতে নেয়া হবে, এটাই প্রত্যাশিত।

—নাগরি[illegible]